দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 0 7-MAR 1988
পৃষ্ঠা ... ১ ... ৫ ...

পাঁচটি কলেজে অর্থ সংকট লেখাপড়া বিঘ্নিত

অর্থ সংকটের কারণে বিভিন্ন স্থানের ৪টি বেসরকারী কলেজে কোন উন্নয়ন কাজ সম্ভব হইতেছেনা। ফলে সমস্যা জর্জরিত এই কলেজগুলির লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। রায়পুর সরকারী কলেজের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইলেও এই টাকা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। খবর আমাদের সংবাদদাতাদের।

কালিয়া (নড়াইল) : ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত কালিয়ার শহীদ আবদুস সালাম ডিগ্রী কলেজে ৫ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী থাকিলেও এই কলেজে কোন হোষ্টেল নাই। কলেজের লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই এবং বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতির অভাব রহিয়াছে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জানান, অর্থাভাবে লাইব্রেরীর বই ও বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং হোষ্টেল নির্মাণ সম্ভব হইতেছে না। একমাত্র ছাত্র বেতন ও সরকারী অনুদানের উপর নির্ভর করিয়া কলেজটি চলে। কলেজের ২০ জন শিক্ষক ও ৯ জন কর্মচারীর ৯/১০ মাসের বেতন বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। এই কলেজটিকে সরকারীকরণের দাবী দীর্ঘদিনের।

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) : এই উপজেলার এক মাত্র সরকারী ডিগ্রী কলেজে ছোট আকারের একটি পাকা ভবন থাকিলেও উক্ত ভবনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় জরাজীর্ণ টিনের ঘরে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেওয়া হইতেছে। ইহাছাড়া বিজ্ঞান বিভাগে যন্ত্রপতি, আসবাবপত্র ও খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জামের অভাব রহিয়াছে। ছাত্রাবাস না থাকায় দূরের ছাত্রদের লজিং সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হয়। রায়পুর সরকারী ডিগ্রী কলেজের জন্য সম্প্রতি সরকার প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিলেও ইহাদ্বারা প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। কলেজ কর্তৃপক্ষের মতে, এই বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

পাবনা : সাঁথিয়া উপজেলার সাঁথিয়া, আতাইকুলা ও কাশীনাথপুরে অবস্থিত তিনটি কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িলেও সরকারী অর্থসাহায্য না থাকায় উন্নয়ন কাজ এমনকি ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য বেঞ্চ তৈরী করাও সম্ভব হইতেছে না। আতাইকুলা কলেজ দীর্ঘদিনেও ডিগ্রীর অনুমোদন পায় নাই। সেখানে কোন হোষ্টেলও নাই। সাঁথিয়া কলেজ এ পর্যন্ত সরকারী কোন সাহায্য পায় নাই। এই কলেজে বই-পত্র ও বিজ্ঞান সামগ্রীর দারুণ অভাব রহিয়াছে। কাশীনাথপুর কলেজেও অভাব-অনটনে জর্জরিত। ফলে প্রতিটি কলেজেই লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলার সুযোগ হইতেও বঞ্চিত হইতেছে।